দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও ঝরে পড়া রোধে আমতলীতে নানা কার্যক্রম

॥ আমতলী (বরগুনা) থেকে সংবাদদাতা ॥

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও ঝরে পড়া রোধ করার লক্ষ্য নিয়ে ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে এবং সেভ দি চিলড্রেন-ইউএসএ'র সহযোগিতায় সাকসিড প্রকল্পের আওতায় কোডেক আমতলীতে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০০৫ সালের মার্চ মাসে আমতলী উপজেলার ১টি পৌরসভা ও ৯টি ইউনিয়নের প্রত্যন্ত এলাকায় এ কাযক্রম শুরু হয়। মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকল্প এলাকায় ৩৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫টি মাদ্রাসা এবং এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশের লক্ষ্যে ১২০টি প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করে ১,৪৪০ জন শিশুকে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার উপযোগী করে গড়ে তুলেছে।

এ প্রকল্পের আওতায় সফল শিক্ষার্থী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৬-১২ বছরের শিশু-কিশোর নিয়ে ১২০টি শিশু শিখন দল গঠন করে পরিবেশ অধিকারসহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করছে। অপরদিকে ৬-৮ বছরের শিশুদের নিয়ে খেলার আসরের মাধ্যমে মেধা বিকাশের জন্য ১২০টি দল গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকার অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি মাসে সভা করছে। এ কর্মসূচির বাইরে কোডেক সিসিমপুর ওয়ার্কশপের সৌজন্যে প্রকল্প এলাকায় সিসিমপুর ভিডিও প্রদর্শনী শুরু করতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি এসেছে এবং কর্মী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। সাকসিডের এসবিপিএস স্কুল বেইজ প্রি-স্কুলগুলোতে ১ জন শিক্ষিকার অধীনে ২৫টি শিশুকে খেলার ছলে মেধা বিকাশের জন্য শিক্ষা দেয়া হয় এবং এইচবিপিএস-হোম বেইজ প্রি স্কুলে ১ জন শিক্ষিকার অধীনে ২৫টি শিশুকে নিয়ে একটি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়।

এছাড়া কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান শিশু বরণ, অবহিতকরণ, শিখন সাথী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিশুদের মেধা চিন্তা মননের বিকাশের জন্য প্রতি তিন মাসে শিশু ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। শিশু ম্যাগাজিন প্রকাশের জন্য ম্যাগাজিন সহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। কোডেক-সাকসিড প্রকল্পের আমতলী এরিয়া কো-অর্ডিনেটর নিরঞ্জন সূত্রধর জানান, এ কার্যক্রমের ফলে এলাকায় ব্যাপক সাড়া পরেছে। তিনি জানান, আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারায় অভিভাবকরা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন।